উশর

সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী

'উশর

সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

http://islaminonesite.wordpress.com

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষিজীবী। এ সব কৃষিজীবীর বেশীর ভাগই মুসলিম। ইসলামী শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী এসব কৃষিজীবীর 'উশর আদায় করার কথা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে 'উশর সম্পর্কিত জ্ঞান এখনো আলেম-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন্ জমির ফসলের 'উশর আদায় করতে হবে, আর কোন্টির আদায় করতে হবে খারাজ-এ এক জিজ্ঞাসা। কোন্ প্রকারের জমির ওপর 'উশর ধার্য হবে, আর কোন্টির ওপর ধার্য হবে 'উশরের অর্ধাংশ, প্রতিটি মুসলিমের সে ধারণা থাকাও অত্যন্ত জরুরী। কি পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে 'উশর ফরয হয় তা জেনে নেওয়াও অত্যাবশ্যক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলীর লিখা এ ছোট্ট বইটি মুসলিম জনগণকে এ প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু যোগান দিতে সক্ষম হবে।

-প্রকাশক

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ইসলামে জমির ফসলের যাকাতকেই 'উশর বলা হয়। আল কুরআন, আল হাদীস ও ইজমা অনুযায়ী সোনা, রূপা ও অন্যান্য সম্পদের যাকাতের মতই 'উশর (ফসলের এক দশমাংশ) দান করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (الانعام- ١٤١)

"তার ফসল উৎপন্ন হলে তা তোমরা খাও। আর ফসল কাটার দিন তার হক আদায় কর এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"

(আল–আনআম–১৪১)

এখানে 'ফসল কাটার দিন তার হক আদায় কর' বলে 'উশর দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ- (البقرة-٢٦٧)

"হে ঈমানদারগণ, যে সম্পদ তোমরা উপার্জন করেছ আর যা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে বের করেছি তা থেকে উত্তম অংশ (আল্লাহর পথে) খরচ কর।" (আল–বাকারাহ–২৬৭)

এ আয়াতেও 'উশর দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'উশর শব্দের অর্থ হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ বা এক দশমাংশ। রাসূলুল্লাহ (সা) 'উশর সম্পর্কে বলেছেনঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

عَن عبد الله بن عمر رض عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون اوكان عثريا ان العشر وما سقى با لنضح نصف العشر- (رواه البخارى رح)

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যেসব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতঃই সিক্ত থাকে তা থেকে 'উশর অর্থাৎ ফসলের দশ ভাগের একভাগ দান করতে হবে। আর যেসব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে এক দশমাংশের অর্ধেক দান করতে হবে।" (সহীহুল বুখারী)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ), ইমাম আহমদ (রহ) এবং বহু বিজ্ঞ ইসলামী আইনবিদের মতে প্রত্যেক জমির ফসলের 'উশর দান করা ফরয। তাঁদের মতে কোন মুসলিমের মালিকানাধীন জমির খাজনা দেয়ার কারণে 'উশরের হুকুম বাতিল হয়ে যায় না, বরং যথারীতি বহাল থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে জমি দু' প্রকার ঃ খারাজী ও 'উশরী। হানাফীগণের মতে যেসব জমি খারাজী বলে প্রমাণিত হয় তার খারাজ দেয়া ফরয। আর যেসব জমি 'উশরী বলে প্রমাণিত হয় তার ফসলের 'উশর দেয়া ফরয। কোন মুসলিমের খারাজী জমি থাকলে তার খারাজ দেয়া ফরয, 'উশর দেয়া ফরয নয়। একই জমির উপর খারাজ ও 'উশর উভয়ই ফরয হয় না।

হানাফীগণের মতে যেকোন জমি দুই পন্থায় 'উশরী হয়।

এক ঃ কোন শহর অথবা দেশের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের জমি 'উশরী হয়ে যায়। যেমন মদীনা অথবা ইয়ামন অথবা গোটা আরব দেশের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যাওয়ায় তাদের সব জমি 'উশরী বলে পরিগণিত হল।

দুই ঃ মুসলিমগণ কোন অমুসলিম দেশ জয় করে নেয়ার পর মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অধিকৃত জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দিলে সেই জমি 'উশরী হয়ে যায়। যেকোন জমি 'উশরী হওয়ার পর তা উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী মুসলিম বংশধরের মালিকানায় গেলে অথবা এক মুসলিম অন্য

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম থেকে 'উশরী জমি খরিদ করলেও তা 'উশরী থাকে।

হানাফীগণের নিকট যেকোন জমি চার পন্থায় খারাজী হয়।

এক ঃ মুসলিমগণ কোন অমুসলিম দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে নেয়ার পর মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেখানকার জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন না করে অমুসলিমদের মালিকানায় রেখে দিলে সে জমি খারাজী হয়ে যায়।

দুই ঃ কোন অমুসলিম দেশের অধিবাসীরা বিনা যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার পর স্বেচ্ছায় জিম্মি হয়ে গেলে তাদের জমি খারাজী হয়ে যায়। কারণ এই দুই অবস্থায়ই মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উক্ত জমির উপর খাজনা ধার্য করা হয়। এভাবে খারাজী জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী অমুসলিম বংশধরের মালিকানায় গেলে তা খারাজীই থাকে।

তিন ঃ কোন মুসলিম কোন অমুসলিম থেকে খারাজী জমি খরিদ করে নিলে তা খারাজীই থাকে, 'উশরী হয় না।

চার ঃ কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের কাছ থেকে 'উশরী–জমি খরিদ করে নিলে তা খারাজী হয়ে যায়, 'উশরী থাকে না।

হানাফীদের মতেও মুসলিমদের মালিকানাভুক্ত জমি মূলতঃ 'উশরীই হয়, যদি খারাজী হওয়ার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তা খারাজী হয়। কারণ মুসলিম জাতির উপর মূলতঃ 'উশর ও যাকাতের হুকুমই অরোপিত হয়, খারাজের হুকুম নয়। শরীয়াতে খারাজের হুকুম অমুসলিমদের উপর আরোপিত হয়। কারণ তাদের উপর 'উশর ও যাকাতের হুকুম আরোপ করা যায় না। এজন্য মুসলিমদের জমি খারাজী হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত 'উশরী গণ্য করাই ঠিক। কাজেই মুসলিমদের যে জমি সম্পর্কে একথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না যে তা প্রথমে 'উশরী কি খারাজী ছিল, সে জমি 'উশরী গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন জমি খারাজী হওয়ার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার উপর কর ধার্য করা জরুরী শর্ত। অমুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কর ধার্য করলে তাতে কোন জমি খারাজী বলে পরিগণিত হয় না। এরূপ করকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে খারাজ বলে গণ্য করা ঠিক নয়।

এক্ষেত্রে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে মুসলিমদের মালিকানাভুক্ত ও

http://islaminonesite.wordpress.com

অধিকৃত জমি একবার 'উশরী বলে গণ্য হলে তা তাদের দখলে থাকা পর্যন্ত 'উশরীই থাকে। সরকার বা রাষ্ট্রের পরিবর্তনে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। কারণ 'উশর কোন রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক ধার্য কর নয়। যাকাত ও 'উশরকে আল্লাহ তাআলা ইবাদাত হিসেবে ফরয করেছেন। তাই কোন সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর দান করা হলে যাকাত ও 'উশর কোনটাই আদায় হয় না, বরং উভয়ই ফরয হিসেবে বলবৎ থাকে।

উল্লেখিত মৌলিক নীতিসমূহের আলোকে বাংলাদেশের মুসলিমদের জমিজমা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। একথা অনস্বীকার্য যে, মুসলিমগণ এ দেশকে জয় করে অধিকার করেছিলেন এবং মুসলিম বাদশাহ্গণ এ দেশের জমি মুসলিমদেরকে দান করেন। এছাড়া মুসলিমগণ এ দেশের বহু জমি নিজেরা চাষ আবাদ করেছেন। আবার মুসলিম অভিযানকালে বহু এলাকার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেসব জমিকে 'উশরী বলে অবশ্যই গণ্য করা উচিত।

এ দেশের জমির পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত প্রকারের জমি পাওয়া যায়। (১) মুসলিম বাদশাহগণের সময় থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি। (২) বাদশাহী আমলের ওয়াকফকৃত জমি। (৩) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি, কিন্তু তা বাদশাহী আমল থেকে নয় এবং কিভাবে অধিকারে এসেছে তা জানা যায় না। (৪) যেসব জমি মুসলিমগণ খরিদ করেছেন অথবা দান কিংবা অসিয়াতের মাধ্যমে পেয়েছেন। আর যারা বিক্রি অথবা দান করেছেন কিংবা অসিয়াত করেছেন তারাও মুসলিমদের কাছ থেকেই হাসিল করেছেন এবং এভাবে বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। (৫) এমন জমি যা মুসলিমদের কাছ থেকে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অন্য মুসলিমদের মালিকানায় এসেছে এবং উপরের দিকে খোঁজ করে জানা যায় যে মুসলিম বাদশাহের পক্ষ থেকে তা দেয়া হয়েছে। (৬) এমন জমি যা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুসলিমদের মালিকানায় আছে, কিন্তু পূর্বেকার অবস্থা জানা যায় না যে লোকেরা কিভাবে এ জমি হাসিল করেছে। (৭) এমন জমি যা প্রথম থেকেই মুসলিমদের মালিকানায় ছিল তা আবার ইংরেজ সরকার অন্যকে দিয়েছে। (৮) এমন জমি যা ইংরেজ সরকার কোন মুসলিমকে দিয়েছে, কিন্তু তা প্রথমে কার ছিল জানা যায়না। (৯) এমন সব অনাবাদী জমি যা মুসলিমগণ আবাদ করেছেন, এবং তা কারও দখলে ছিল

http://islaminonesite.wordpress.com

না। (১০) মুসলিমগণ নিজেদের বাসস্থানের যেসব জমি আবাদ করেছেন।

সরকারী খাজনা ও 'উশর

এদেশে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত খাজনা জমির মালিকানার ভিত্তিতে হয়, ফসলের মালিকানার ভিত্তিতে হয় না। তাই জমির সম্পূর্ণ খাজনা শুধু তার মালিকের কাছ থেকেই মালিকানার ভিত্তিতে আদায় করা হয়। কিন্তু যে চাষী জমির মালিক নয় তার নিকট থেকে কোন খাজনা আদায় করা হয় না। তাছাড়া জমিতে ফসল উৎপন্ন হোক বা না হোক সরকারী খাজনা দিতেই হয়। অপরদিকে 'উশর জমির ফসলের মালিকানার ভিত্তিতে ফরয করা হয়েছে। তাই কোন মুসলিম জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন কারণে তার ফসল না পায় তবে তার উপর 'উশর ফরয হয় না। আবার কোন মুসলিম চাষী কোন 'উশরী জমির মালিক না হলেও সে যদি তার ফসল পায় তবে সেই ফসলের মালিক হওয়ার কারণে 'উশর দান করা তার উপর ফরয হয়। এছাড়া খাজনা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের উপর আরোপ করা হয়। কিন্তু 'উশর শুধু মুসলিমদের উপর ফরয করা হয়েছে। ইসলামে মুসলিমদের উপর 'উশর এবং অমুসলিমদের উপর খারাজ আরোপ করা হয়েছে। তাই হানাফীদের মতে কোন জমির উপর শরীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী খারাজ আরোপিত হলে, তা খারাজী হয়ে যায় এবং তার ফসলের উপর 'উশর আরোপিত হয় না। অনুরূপভাবে কোন 'উশরী জমির উপর খারাজ হয় না।

এ দেশে মুসলিমদের কোন জমি সাধারণতঃ খারাজী হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি কোন জমি শরীয়াত অনুযায়ী খারাজী বলে প্রমাণিত হয় তবে তার উপর হানাফীদের মত অনুযায়ী 'উশর ফরয হবে না।

সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর অধীন দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দীন আইবেকের আমলে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খালজী এ দেশ আক্রমণ করে প্রায় বিনা যুদ্ধে দখল করেন। অতঃপর মুসলিম শাসকরা অভিযান চালিয়ে গৌড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করেন। তারপর এ দেশের বহু অধিবাসী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়। তখন থেকে আজ প্রায় আটশত বছরের মধ্যে এদেশে বহু বিপ্লব ও পরিবর্তন, উত্থান ও পতন ঘটেছে। এই দীর্ঘ সময়ে এ দেশের জমি সম্পর্কে বিভিন্ন

http://islaminonesite.wordpress.com

আইন-কানুন জারী হয়েছে। এখন দেশের প্রত্যেকটি জমি সম্পর্কে সেই সময়কার সঠিক অবস্থা এবং প্রত্যেকটি খুটিনাটি বিষয় অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়। কোন বিশেষ জমি এবং তার বিভিন্ন মালিকদের পূর্ণ তথ্য নির্দিষ্টভাবে জানার পরই সে জমি খারাজী কিনা তা ঠিক করা যেতে পারে। নতুবা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে মুসলমানদের কোন জমিকে খারাজী বলা যায় না।

এছাড়া উক্ত সময় থেকে এ পর্যন্ত জমির উপর বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে যে খাজনা আরোপ করা হয়েছে তা শরীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী খারাজ বলেও গণ্য করা যায় না। কারণ, শরয়ী খারাজের নিম্নোক্ত শর্ত রয়েছে ঃ

(১) মুসলিম সরকারের মাধ্যমে খারাজ আরোপিত হতে হবে। অমুসলিম সরকার কর্তৃক আরোপিত কোন কর খারাজ বলে গণ্য হবেনা।

(২) প্রত্যেক জমির ফসলের এমন একটি অংশ খারাজ হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে যা মোট ফসলের অন্ততঃ $\frac{১}{৫}$ এর কম হবে না এবং অর্ধেকের বেশী হবে না। যদি জমিতে ফসল না হয় তবে তার খারাজ হবে না। এটা বর্গার মত একটি ব্যবস্থা। একে খারাজে মোকাসামা বলে।

(৩) এরূপ খারাজ জারী না করলে প্রত্যেক জমি পরিমাপ করে মান অনুযায়ী তার ফসলের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে তার উপর নির্দিষ্ট কর বা খাজনার টাকা নির্ধারণ করে তা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এ খাজনার পরিমাণও সাধারণভাবে জমির ফসলের আনুমানিক $\frac{১}{৫}$ অংশের মূল্যের কম হবে না এবং অর্ধেকের মূল্যের বেশী হবে না। একে খারাজে মোআজ্জাফা বলে।

(৪) খারাজ দেশের সাধারণ উন্নয়ন মূলক ও জন কল্যাণমূলক কাজ, রাষ্ট্রের সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ, সৈনিক ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন, আলেম ও দ্বীন শিক্ষার্থীদের ভাতা, স্কলারশীপ এবং দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি খাতে ব্যয় করতে হবে।

উল্লেখিত শর্তগুলোকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে ভাল করেই বুঝা যায় যে জমির উপর এরূপ শরয়ী খারাজ এদেশে বর্তমানে নেই এবং কোন দিন ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কাজেই এদিক থেকেও এ দেশে

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলমানদের কোন জমি এখন খারাজী বলে প্রমাণিত হয় না। আর খারাজী বলে সঠিকভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জমি 'উশরী বলেই পরিগণিত থাকবে এবং 'উশরও দিতে হবে।

খারাজ ও 'উশর সম্পর্কীয় যেসব মূল নীতি বর্ণনা করা হল তা সবই হানাফীগণের লিখিত কিতাব (১) হেদায়া, (২) বাদায়ে সনায়ে, (৩) শামী (৪) মাবসূত ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। কারণ এসব কথা সকলেরই জানা আছে। তবে এদেশের মুসলিম জন সাধারণের জন্য মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহ) কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি বেহেশতী জেওরে লিখেছেন ঃ

"মাসআলা নং ১ ঃ কোন দেশ কাফেরদের দখলে ছিল এবং তারাই সেখানে বসবাস করছিল। তারপর মুসলমানরা আক্রমণ করে যুদ্ধের মাধ্যমে সে দেশটিকে অধিকার করে নিল এবং সেখানে দ্বীন ইসলাম প্রচার করল এবং মুসলিম বাদশাহ কাফেরদের কাছ থেকে সব জমি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিল। এরূপ জমিকে শরীয়াতে 'উশরী বলা হয়। যদি সে দেশের অধিবাসীগণ সকলেই স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে মুসলমান হয়ে থাকে, তবুও সেখানকার সব জমিকে 'উশরী জমি বলা হবে। আরব দেশের সব জমি 'উশরী।

মাসাআলা নং ৬ ঃ যদি কোন কাফের 'উশরী জমি কিনে নেয় তবে তা 'উশরী থাকে না। তারপর যদি কোন মুসলমানও সে জমি কিনে নেয় অথবা অন্য উপায়ে পায় তবুও তা "'উশরী হবে না।" (বেহেশতী জেওর মোকাম্মাল ও মোদাল্লাল, তৃতীয় খন্ড)

এ উদ্ধৃতি অনুযায়ী মাওলানা থানভী (রহ) এর মতে তিন প্রকারের জমি 'উশরী হয়। (১) মুসলিম অধিকৃত দেশের যে জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। (২) এমন জমি যার মালিকরা বিনা যুদ্ধে স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়ে গিয়েছে। (৩) আরব দেশের সব জমি।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহ) উল্লেখিত মত অনুযায়ীও এদেশে মুসলিমদের জমি 'উশরী বলে গণ্য হয়। কারণ মুসলিমরা এদেশ দখল করে বহু জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে এবং বহু জমির মালিক

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি ৬নং মাসআলায় যা বলেছেন তা শুধু কোন জমি খারাজী হয়ে যাওয়ার একটা নীতিগত কথা মাত্র। কিন্তু এ নীতির ভিত্তিতে বাস্তবে মুসলিমদের কোন জমি সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য ও বিবরণ অনুযায়ী খারাজী বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা 'উশরী বলেই গণ্য হবে।

ইমদাদুল ফাতাওয়া গ্রন্থেও এক প্রশ্নের জওয়াবে মাওলানা থানভী লিখেছেন, "আর যে জমির অবস্থা কিছুই জানা যায় না এবং তা এখন মুসলমানদের অধিকারে আছে তা মুসলমানদের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে মনে করা হবে।" (ইমদাদুল ফাতাওয়া তাতিম্মা উলা ৫০ পৃষ্ঠা)

পাকিস্তান সরকারের আমলে যাকাত ও এদেশের জমি সম্পর্কে মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ) তাঁর "ইসলাম কা নেজামে আরাদী" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"কিন্তু সরকার এ পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট থেকে যে ইনকাম ট্যাক্স আদায় করে আসছে সেটা যাকাতের নীতি অনুযায়ী আদায় করা হয় না এবং যাকাতের নামে আদায় করে তা যাকাতের খাতেও ব্যয় করে না। অনুরূপভাবে জমির যে সরকারী খাজনা আদায় করে তাও 'উশর ও খারাজের শরয়ী নীতির অধীনে আদায় করেনা এবং 'উশর ও খারাজ নামেও আদায় করে না। আবার তার খাতে খরচ করারও কোন ঘোষণা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। এজন্য মুসলিম রাষ্ট্রের আরোপিত ইনকাম ট্যাক্স অথবা জমির সরকারী খাজনা দিলে যাকাত ও 'উশরের ফরয দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। এ দায়িত্ব বহাল থাকে। বরং সম্পদের মালিকদের নিজ নিজ যাকাত ও 'উশর বের করে তা তার খাতে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য।" (ইসলাম কা নেজামে আরাদী পৃষ্ঠা–১৮৩)

অন্যান্য সম্পদের যাকাত ও 'উশর

'উশর জমির যাকাত বটে, কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। তাই ইসলামে 'উশরকে যাকাত থেকে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে 'উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ঃ

(১) 'উশর দেয়ার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

জমির ফসল বাড়ীতে এনে পরিমাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ফসলের 'উশর দেয়া ফরয হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এই পার্থক্যের কারণে বছরে বিভিন্ন মৌসুমে যে কয়টি ফসল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 'উশর ফরয হয়।

(২) 'উশর ফরয হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। কিন্তু 'উশর আগে দান করার পর ঋণ পরিশোধ করতেহবে।

(৩) 'উশর ফরয হওয়ার জন্য সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক (আকেল ও বালেগ) হওয়া শর্ত নয়। নাবালেগ ও পাগল ব্যক্তির ফসলেও 'উশর ফরয হয়, কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত ফরয হয় না।

(৪) 'উশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়। শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য কারও জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়ে ফসল হাসিল করে অথবা ওয়াকফ কৃত জমি চাষ করে ফসল পায় তবে তাতে 'উশর ফরয হয়। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।

'উশরের নিসাব

'উশর এক প্রকার যাকাত। যাকাতের হুকুম যেমন কুরআনে আছে এবং তার নিসাবের কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, তেমনি কুরআনে 'উশরের হুকুম আছে আর তার নিসাব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق۔
(رواه النسائى)

http://islaminonesite.wordpress.com

'আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ফসলে ও খেজুরে তার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক (ত্রিশ মণ) না হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই।(নাসায়ী)

عن على ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس فى الخضروات صد قة ولا فى العرا يا صدقة ولافى اقل من خمسة اوسق صدقة ولافى العوامل صدقة ولافى الجبهة صدقة (دار.قطنى)

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'সবজিতে', ধার দেয়া জমিতে, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ ফসলের, কৃষি কাজের পশুতে এবং ঘোড়াতে কোন সাদাকা নেই।' (দারোকুতনী)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের ভিত্তিতে 'উশরের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক বলে প্রমাণিত হয়। পাঁচ ওয়াসাক এদেশের ওজনে ৩০ মণের বেশী হয়না। অতএব 'উশরের নিসাব ত্রিশ মণ। কোন মৌসুমের যে কোন ফসল ৩০ মণ হলে তাতে 'উশর দিতে হবে। এর কম হলে কোন 'উশর নেই।

ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর মতে 'উশরের কোন নিসাব নেই। যে পরিমাণ ফসল হোক তার 'উশর দিতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর দলীল 'উশর সম্পর্কীয় ব্যাপক অর্থপূর্ণ নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

ومما اخرجنا لكم من الارض- (البقرة)

"আর যা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে বের করেছি তা থেকে (উত্তম অংশ খরচ কর)।"

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ)–এর মতে 'উশরের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক। হানাফী ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এবং বহু হানাফী ফিকাহবিদের মতেও পাঁচ ওয়াসাকই 'উশরের নিসাব। উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ই তাঁদের দলীল। হানাফী ফিকাহর কিতাবসমূহে এ নিসাবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিভিন্ন ফসলের নিসাব

নিসাবের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার ফসলকে পৃথক পৃথকভাবে পরিমাপ করে যেসব ফসলের পরিমাণ নিসাবের সমান হবে তার 'উশর দিতে হবে। সব রকমের ফসল একত্র করে পরিমাপ করে নিসাবের সমান ফসল হল কিনা তা দেখতে হবে না। এ সম্পর্কে মাবসূত নামক কিতাবে বলা হয়েছে ঃ

ثم المذهب عند محمد رح وهو رواية عن ابى يوسف رح انما يحرم التفاضل فيه بالبيع يضم بعضه الى بعض وما لا يحرم التفاضل فيه كالحنطة والشعير لايضم بعضه الى بعض لانهما مختلفان فيعتبر كمال النصاب من كل واحد منها كا لسوائم۔ (المبسوط للسرخى۔ ج ٣ ص ٣)

এরপর ইমাম মুহাম্মাদ এবং এক বর্ণনায় আবু ইউসূফ (রহ)-এর নিকট যেসব ফসল একটার চেয়ে আর একটার পরিমাণ বেশী দরে বিক্রয় করা হারাম সেগুলোর একটার সাথে আর একটাকে মিলিয়ে নিসাব ঠিক করা হবে আর যেসব এরূপভাবে বিক্রয় করা হারাম নয়-যেমন গম, পায়রা-এগুলোকে মিলিয়ে নিসাব হবে না। কারণ এ দু'টো পৃথক পৃথক জাতের ফসল। কাজেই এ দু'টোতে পৃথক পৃথকভাবে নিসাবের পরিমাণ পূর্ণ করা ঠিক গণ্য করা হবে।

عن على ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس فى الخضرو- ات صدقة ولا فى العرايا صدقة ولا فى اقل من خمسة اوسق صدقة ولافى العوامل صدقة ولافى الجبهة صدقة۔ (دار قطنى)

"আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে নবী (সা) বলেছেন ঃ তরিতরকারী ও কাউকে দেয়া জমিতে যাকাত নেই। আর পাঁচ ওয়াসাক (৩০ মন) এর কম পরিমাণ ফসলে, কাজে ব্যবহৃত পশু ও যাবৃহা অর্থাৎ ঘোড়া, খচ্চর ও দাসের কোন যাকাত নেই।"

http://islaminonesite.wordpress.com

আর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق-
(النسائى)

'ত্রিশ মণ পরিমাণ না হলে কোন ফসল ও খেজুরের যাকাত নেই।"

প্রথম হাদীস থেকে বুঝা যায় যে তরিতরকারীর ফসলে 'উশর নেই। এর অর্থ এই নয় যে যত পরিমাণ সবজি উৎপন্ন করা হোক না কেন তার কোন 'উশর দিতে হবে না। এ হাদীসেই আবার ত্রিশ মণের কম পরিমাণে যাকাত নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর একথাটাই দ্বিতীয় হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই কুরআনের আয়াত ও হাদীসদ্বয় একত্রে সামনে রেখে বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে কোন ফসল ত্রিশ মণ পরিমাণ হলেই তার যাকাত হবে। সাধারণতঃ একই প্রকার তরকারী ত্রিশ মণ উৎপন্ন হয় না। তবে যদি কেউ আয়ের উৎস হিসাবে তরকারীর চাষ করে তবে ত্রিশমণের অনেক বেশী উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং উক্ত পরিমাণ তরকারীতে 'উশর ওয়াজিব হবে এবং হাদীসে বর্ণিত কথাটির অর্থ হচ্ছে, তরকারী ত্রিশ মনের কম হলে তার যাকাত দিতে হবে না।

এ ব্যাপারে বিখ্যাত গ্রন্থ বাদায়ে'তে লিখিত আছে ঃ
"এমন ফসলের যাকাত হবে যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে এবং যা উৎপন্ন করে অর্থ উপার্জন করা হয়। বাজে ঘাস ও বাজে গাছপালা কোন জমিতে হলে তার যাকাত হবে না। তবে অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ কোন কিছু উৎপন্ন করলে তার যাকাত দিতে হবে।"

'উশরের পরিমাণ

'উশর অর্থ $\frac{১}{১০}$ এক দশমাংশ। এটা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একটি পরিভাষা। সবফসলের $\frac{১}{১০}$ 'উশর ওয়াজিব হয় না। বিনা সেচে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে $\frac{১}{১০}$'উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচের মাধ্যমে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে 'উশরের অর্ধেক $\frac{১}{২০}$ ওয়াজিব হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেছেন,

فيما سقت السماء والعيون اوكان عشر يا العشر وماسقى با لنضح نصف العشر (البخارى)

"যে সব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতঃই সিক্ত থাকে তাতে 'উশর (অর্থাৎ ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ) দান করতে হবে। আর যেসব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে এক দশমাংশের অর্ধেক (অর্থাৎ $\frac{১}{২০}$ দান করতে হবে।" (সহীহুল বুখারী)

যদি কোন ফসল কিছুটা সেচ এবং কিছুটা বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা উৎপন্ন হয় তবে অনুমান করে দেখতে হবে কোন্‌টার পরিমাণ বেশী। বৃষ্টি অথবা নদীর পানির পরিমাণ যদি বেশী হয়ে থাকে তবে $\frac{১}{১০}$ 'উশরওয়াজিব হবে। আর যদি সেচের পানির পরিমাণ বেশী হয়ে থাকে তবে $\frac{১}{২০}$ 'উশর ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ফিকাহ বিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাদায়ে'তে বলা হয়েছে ঃ

ولوسقى الزرع فى بعض السنة سيحاد فى بعضها بالة يعتبر فى ذلك الغالب (بدائع صنائع)۔

"বছরের কতক অংশে কোন জমি বৃষ্টির পানি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং কতক অংশে যন্ত্র দ্বারা সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তবে তাতে বেশীর ভাগটা হিসাবে ধরতে হবে।"

'উশরের উল্লেখিত পরিমাণ থেকে একথাও বুঝা যায় যে ফসল উৎপন্ন করার খরচাদি বাদ দিয়ে 'উশরের পরিমাণ স্থির করা হয়নি। বরং সর্বমোট উৎপন্ন ফসলের উপর 'উশর ধরা হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

http://islaminonesite.wordpress.com